বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধের বিচার করা যাইতেছে। সেই বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধের শ্রীবিষ্ণু-সন্তোষ তাৎপর্য্য শ্রবণ করিলে, শ্রীবিষ্ণুসন্তোষক ভজনে রুচিমান জনের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাহা করিলে শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ, তাহাতে প্রবৃত্তি এবং যাহা করিলে শ্রীবিষ্ণুর অসন্তোষ, তাহাতে নিবৃত্তিবুদ্ধি স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। যেহেতু প্রীতিজাতির শ্রীকৃষ্ণ-সন্তোষই একমাত্র জীবন। অতএব যাহা করিলে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয়, রাগানুগীয় সাধক সেই কথা শ্রবণ করিয়া যে রাগাত্মক সিদ্ধভক্তের অনুগত হইয়া ভজন করিতেছেন, তিনি করিয়াছেন কিনা তাহার অনুসন্ধান বা অপেক্ষা থাকে না। কিন্তু যে ভক্তির অঙ্গটি অনুষ্ঠান করিলে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয়, তন্মধ্যেও যে সিদ্ধ রাগাত্মক ভক্তের প্রেমপরিপাটীতে রুচির উদয় হইয়াছে, সেই রাগাত্মক ভক্ত ঐ ভক্তির অঙ্গটি অতি আদরে অনুষ্ঠান করিয়াছেন—ইহা শ্রবণ করিলে বিশেষ আগ্রহ হইয়া থাকে। আবার কোনও কোনও ভক্তিঅঙ্গে শাস্ত্রকথিত ক্রমবিধির অপেক্ষাও রাগরুচির দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অতএব শাস্ত্রোক্ত ক্রমবিধি ও রাগানুগারই অন্তবর্ত্তী হইয়া থাকে। মূল কথা—রাগরুচির দ্বারা যে যে ভক্তিঅঙ্গ অথবা বিধিক্রম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই রাগানুগার অন্তর্ভূক্ত। যাঁহারা শ্রীগোকুলাদিতে বিরাজমান রাগাত্মিকার অনুগত বলিয়া শ্রীগোকুলবাসীর আচরণতৎপর, তাঁহারা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গপ্রাপ্তির যে সকল অন্তরায়, তাহা নিবৃত্তির জন্য কামনাযুক্ত হইয়া বৈষ্ণব ও লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সেই শ্রীব্রজবাসীগণের অভিপ্রায়রীতিতেই করিয়া থাকেন। অর্থাৎ কোনও কোনও রাগানুগ ভক্ত শ্রীশিবপূজা, সূর্য্যপূজা, সত্যনারায়ণ পূজা—এই সকল বৈষ্ণব ও লৌকিকধর্ম্মের অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণার্থে এবং নিজের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্তরায় দূরীকরণার্থে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব রাগানুগাতে রুচিই সদ্ধর্ম্মের প্রবর্তক হয় বলিয়া "শ্রুতিস্মৃতি মমৈবাজ্ঞে" ইত্যাদি বাক্য রাগানুগীয় ভক্তের বিষয় হইতে পারে না। "অপি চেৎ সুদুরাচারো" ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ আছে বলিয়া বিধিমার্গের ভক্তেরও বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু বেদবাহ্য শাস্ত্রনির্ম্মিত বুদ্ধ, ঋষভ, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি প্রদর্শিত ভজনমার্গ-বিষয়কেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণোক্ত বিধি বিনা ঐকান্তিকী ভক্তি যে উৎপাতের জন্য হইয়া থাকে—এ কথাটি বৈধী বা রাগানুগা ভক্তিসাধককে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। কিন্তু বেদবাহ্য শাস্ত্রনির্ম্মিত বুদ্ধ, ঋষভ এবং দত্তাত্রেয় প্রভৃতি প্রদর্শিত ভজন পথিকগণকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই উল্লেখ করা আছে—